কলিকাতা হাইকোর্ট

সম্মাননীয় বিচারপতি (গণ):হরিশ ট্যান্ডন, হিরণ্ময় ভট্টাচার্য, বিচারপতিদ্বয়

ভৌমিক এন্টারপ্রাইজ (ভারত) বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া

2020 সালের জি.এ-2, রায় নির্ধারণ করা হয়েছে ১৬/০৭/২০২১ তারিখে

আরবিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট (১৯৯৬ সালের ২৬), ধারা .৩১(৭) **(এ),** ধারা. **৩৪ সালিশীকৃত অ্যাওয়ার্ডখারিজকৃত- প্রদত্ত** অর্থের **উপর সুদ গণনার** সেই **পদ্ধতিটি যথাযথ নয়।- সালিসকারী কর্তৃক গৃহীত চূড়ান্ত রায়, বিশেষভাবে প্রতি বছর সহজ সুদের** ভিত্তিতে **সুদ প্রদানের নির্দেশ- সরল সুদ দৈনিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে মূল অর্থের উপর গণনা করা** হয়।- **মূলধন পরিমাণ যার উপর সুদ গণনা করা হয়, পুরো মেয়াদে স্থির থাকে।- যদি সালিসকারীর অভিপ্রায়** থাকত **যে চক্রবৃদ্ধি ভিত্তিতে সুদ গণনা করা হবে, তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে তা নির্ধারণ** করা **যেত।- আবেদনকারী কোনও বিধিবদ্ধ বিধান নির্দেশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন যা লক্ষ্য করা হয়নি- আপাতদৃষ্টিতে কোনও ত্রুটির অনুপস্থিতিতে, সালিসী রায় পর্যালোচনার এক্তিয়ারের অনুশীলনে হস্তক্ষেপ** করা **যাবে না।**

দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৪৭ বিধি ১-এ **(১৯০৮ সালের ৫)-**

(অনুচ্ছেদ ১০,১৪,২৪,২৮)

উল্লেখিত মামলাঃ **সংখ্যানুক্রমিক** অনুচ্ছেদ

এ আই আর অনলাইন ২০১৫ এসসি ৫৫০ (Distg)

এআইআর ২000 এসসি ৫৪০:২০০০ এ আই আর এসইডবলু ৭৩

এটিআর ১৯৯৯ এসসি ৩৪০৭:১৯৯৯ এ আই আর এসইডবলু ৩৩৭৭

এ. আই. আর ২০০০ এস. সি ২৫৮৭:২০০০ এ আই আর এসইডবলু ২৬০৮

এ. আই. আর ২০০৫ এস. সি ৫৯২:২০০৫ এ আই আর এসইডবলু ২৩০

এ আই আর ২০০৪ এসসি ৪৭৬৫:২০০৪ এ আই আর এসইডবলু ৫৪৩৪

এ আই আর অনলাইন ২০০৫ এসসি ৫৯৯

এ আই আর অনলাইন ২০০৪ এসসি ৭১৮

এ আই আর অনলাইন ২০০৬ এসসি ১৭৪

২০০০ এ আই আর এসসিডব্লিউ ৪৬৭৫ (Distg)

এ আই আর ১৯৯৯ এস সি ৪৬২১৯৯৮ এ আই আর এসইডবলু ৩৬২৫

এ আই আর ২০১৫ এস সি ৮৫৬ঃ২০১৪ এ আই আর এসইডবলু ৬৭৬৪

(২০১৮) ইসি নং ২০৬/২০১৮,তারিখ ০৫/১২/২০১৮ (ক্যাল) (নিশ্চিত)

এ আই আর অনলাইন ২০১৩ এসসি ৫৭৮

এ আই আর ১৯৯৬ এসসি ১১:১৯৯৪ এ আই আর এসইডবলু ৩৩৪৪

এ আই আর ২০০৯ এসসি ১২০৪২০০৯ এ আই আর এসইডবলু ৪৭০

আইনজীবীদের নাম

আবেদনকারীর পক্ষে তাপস দত্ত; প্রতিবাদী পক্ষে রবি প্রসাদ মুখার্জি।

1.হরিশ **ট্যানডন, জে।**- **বর্তমান** পর্যালোচনার স্মারকলিপিটি আপিলকারীর অনুরোধে ইসি নং ২০৬/২০১৮ থেকে উদ্ভূত এ পি ও ২৮/২০১৯ নং মামলায় ২২ আগস্ট,২০১৯ তারিখের আমাদের গৃহীত রায় ও আদেশের পর্যালোচনা চেয়েছে।

২. ডিক্রিধারীরা মাননীয় একক বিচারকের ই সি নং ২০৬/২০১৮ মামলায় ৫ই ডিসেম্বর,২০১৮ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এ পি ও নং ২৮/২০১৯ আপীলটি দাখিল করেছেন যে মামলার রায়ে ঋণগ্রহীতা / প্রতিবাদীকে ৩,৯০,২১৫ টাকা ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে আবেদনকারী/ রিভিউ আবেদককে পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

3রায় এবং পর্যালোচনার আদেশের মাধ্যমে উক্ত আবেদনটি খারিজ করে দেএবংয়া হয়।

4একমাত্র সালিশীকারী ১৯শে জানুয়ারী,২০০১-এ চূড়ান্ত রায়টি প্রদান করেন এবং ১,২ এবং ৪ নং দাবির ক্ষেত্রে মোট ৪,৫৯,২১২ টাকা প্রদানের আদেশ দেন। এবং ১৯৯৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি থেকে রায়ের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১২% সরল সুদের হারে সুদ মঞ্জুর করা হয়।এতে আরও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে, রায়ের তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অর্থ প্রদান করতে হবে এবং খেলাপি হওয়ার ক্ষেত্রে, এটি প্রতি বছর ১৩% সরল সুদের হারে সুদ বহন করবে।

5পর্যালোচনার রায়ে আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছি যে একবার সালিসী ট্রাইব্যুনাল নির্দিষ্ট তারিখ থেকে সরল সুদ প্রদান করলে যা সালিসি ও সমঝোতা আইন ১৯৯৬-এর ধারা ৩১ (৭) (এ)- তে নির্দেশিত যোগফল গঠন করে, এবং মূল অর্থের বার্ষিক হারের ভিত্তিতে গণনা করতে হবে, অন্যথায় নয়।

6 পর্যালোচনার আবেদনকারীর পক্ষে মাননীয় আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে হেডার কনসাল্টিং (ইউকে) লিমিটেড বনাম উড়িষ্যা রাজ্য এর (২০১৬) ৬ এসসিসি ৩৬২ (এ. আই. আর. অনলাইন ২০১৫ এস. সি ৫৫০) মামলায় রিপোর্ট করেছে যে, ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সুদ গণনার পদ্ধতিতে যতটা ত্রুটি রয়েছে, পর্যালোচনাধীন রায়ে রেকর্ডের ক্ষেত্রে ততটাই ত্রুটি স্পষ্টভাবে

বিবেচনায় নেওয়া হয়নি যদিও আপিলের শুনানি চলাকালীন মাননীয় আইনজীবীর এর উপর নির্ভর করেছিলেন। তিনি আরও বলেন, যখন **রায়ে নির্দেশ দেওয়া হয়** যে, বার্ষিক নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদেয় হবে, তখন বার্ষিক ভিত্তিতে সুদ গণনা করতে হবে এবং প্রথম বছরের সুদ মূল অর্থের সঙ্গে যোগ করতে হবে এবং পরবর্তী সময়ের জন্য সুদ গণনা করতে হবে মোট পরিমাণ অর্থ-এর উপর অর্থাৎ পূর্ববর্তী সময়কাল/সময়কালের সুদ সহ মূলধন এর অঙ্ক হবে।অন্য কথায়, মাননীয় আইনজীবীর যুক্তি হল যে চক্রবৃদ্ধি ভিত্তিতে সুদ গণনা করতে হবে।

7রিভিউ আবেদনকারীর আইনজীবী মিস্টার দত্ত হাইকোর্টের পর্যালোচনার সুযোগ ও ক্ষমতার উপর ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নিম্নলিখিত রায়গুলির উপর নির্ভর করেছিলেন।

এম.এম. থমাস বনাম কেরালা রাজ্য এবং অন্য মামলা নং (২০০০) ১ এস. **সি. সি ৬৬৬: (এ. আই. আর ২০০০ এস. সি ৫৪০)-এ রিপোর্ট করেছে,**

ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোং লিমিটেড এবং অন্য বনাম গোকুলপ্রসাদ মানিকলাল আগরওয়াল এবং অন্য মামলা নং (১৯৯৯) ৭ ধারা **৫৭৮: (এ. আই. আর ১৯৯৯ এস. সি ৩৪০৭)-এ রিপোর্ট করা হয়েছে,**

কুনহয়াম্মাদ এবং অন্যান্য বনাম কেরালা রাজ্য ও অন্য মামলা নং (২০০০) ৬ এস. সি. সি. ৩৫৯: **(এ. আই. আর. ২০০০ এস. সি. ২৫৮৭)-এ রিপোর্ট করা হয়েছে,**

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড এবং অন্য বনাম নেতাজি ক্রিকেট ক্লাব ও অন্যান্য মামলা নং (২০০৫) ৪ ধারা ৭৪১: (এ. আই. আর ২০০৫ এস. সি ৫৯২)-এ রিপোর্ট করা হয়েছে,

নন্দী ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ বনাম এল.এম. সারাভামঙ্গলা মামলা নং (২০০৫) ৯ এস. সি. **সি ৭৫৪ : (এ. আই. আর ২০০৪ এস. সি ৪৭৬৫)- এ রিপোর্ট করা হয়েছে**

জাতীয় আবাসন সমবায় সোসাইটি লিমিটেড বনাম রাজস্থান রাজ্য এবং অন্যান্য মামলা নং (২০০৫) ১২ এস. সি. সি.১৪৯: **(এ. আই. আর. অনলাইন ২০০৫ এস. সি ৫৯৯)-এ রিপোর্ট করা হয়েছে,**

কেন্দ্রীয় আবগারি কমিশনার, হায়দ্রাবাদ বনাম অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট

কোম্পানি লিমিটেড মামলা নং (২০১১) ১১ এস. সি. **সি ৪২০: (এ. আই. আর. অনলাইন ২০০৪ এস. সি ৭১৮)-এ রিপোর্ট করেছেন,**

কেন্দ্রীয় আবগারি কমিশনার, মুম্বাই বনাম ভারত বিজলি লিমিটেড মামলা নং (২০১১) ১২ এস. সি. সি ১৭২: (এ. আই. আর. অনলাইন ২০০৬ এস. সি ১৭৪)-এ রিপোর্ট করেছেন,

কে.জি. ডেরাসারি এবং অন্য বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য মামলা নং (২০০১) ১০ এস. **সি. সি ৪৯৬: (২০০০ এ. আই. আর. এসইডবলু ৪৬৭৫)এ ,রিপোর্ট করা হয়েছে**

শ্রীনিবাসাইয়া বনাম শ্রী বালাজি কৃষ্ণ হার্ডওয়্যার স্টোরস মামলা নং (১৯৯৮)৮ এস. সি. সি **৩১২.: (এ. আই. আর ১৯৯৯ এস. সি ৪৬২)-এ রিপোর্ট করেছে।**

8প্রতিবাদীর মাননীয় আইনজীবী শ্রী মুখার্জি শ্রী দত্তের যুক্তির তীব্র বিরোধিতা করেন।তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে পুনর্বিবেচনার আবেদনকারী এই আদালতের পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য কোনও ভিত্তি তৈরি করতে পারেননি।

9আমরা পক্ষগুলির পক্ষে মাননীয় আইনজীবীদের কথা শুনেছি এবং নথিতে থাকা উপকরণগুলি পর্যবেক্ষণ করেছি।

১০. সালিসী রায় দ্বারা গৃহীত চূড়ান্ত রায়ে প্রতি বছর সরল সুদের ভিত্তিতে সুদ প্রদানের নির্দেশ দেয়।

দৈনিক/মাসিক/ত্রৈমাসিক/বার্ষিক ভিত্তিতে মূল অর্থের উপর সরল সুদ গণনা করা হয়।যে মূল অর্থমূল্যের ওপর সুদ গণনা করা হয়, তা সরল সুদের ভিত্তিতে পুরো মেয়াদে অপরিবর্তিত থাকে।সালিসী ট্রাইব্যুনালের অভিপ্রায় যদি চক্রবৃদ্ধি ভিত্তিতে সুদ গণনা করা হত, তবে সালিসী ট্রাইব্যুনাল চূড়ান্ত রায়ে নির্ধারণ করতে পারত যে চক্রবৃদ্ধি ভিত্তিতে সুদ গণনা করা হবে।

11 হায়দার কনসাল্টিং (ইউকে) লিমিটেড বনাম। মুখ্য প্রকৌশলীর মাধ্যমে উড়িষ্যা রাজ্যের রাজ্যপাল (2015) 2 এস. সি. সি 189: (এ. আই. আর **2015 এস. সি 856)-এ** বলেন যে একবার সুদ "যে পরিমাণ অর্থের জন্য দেওয়া

হয় তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত" হয়ে গেলে, মূল পরিমাণ এবং সুদের উপাদান আলাদা করা যাবে নাএবং একে অপরের থেকে স্বাধীনভাবে দেখা যায় না।এটি আরও বলা হয়েছিল যে সুদের উপাদানটি তখন তার "সুদ"-এর চরিত্রটি হারায় এবং সমষ্টি-র আকার নেয় যার জন্য রায় দেওয়া হয়।উক্ত রায়টি অবশ্য সরল ভিত্তিতে বা চক্রবৃদ্ধি ভিত্তিতে সুদ গণনার বিষয়ে কিছু বলে না।

12 হায়দার কনসাল্টিং (ইউকে) লিমিটেড বনাম উড়িষ্যা রাজ্য মামলায় (২০১৬) ৬ এসসিসি ৩৬২: (এআইআর অনলাইন ২০১৫ এসসি **৫৫০)** **সালিশীকারী ত্রৈমাসিক হার** সহ সুদ প্রদানের নির্দেশ দেন এবং হাইকোর্ট এই ধরনের সুদের হার সংশোধন করে নির্দেশ দেয় যে ন্যায়সঙ্গত নীতি প্রয়োগ করে এই ধরনের সুদ সরল ভিত্তিতে হবে।এই ধরনের তথ্যের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে, হাইকোর্ট ন্যায়সঙ্গত নীতি প্রয়োগ করে সুদের উপাদান সংশোধন করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না, যখন সালিশীকারী কর্তৃক প্রদত্ত সুদের হার হায়দার কনসাল্টিং (ইউকে) লিমিটেডের (২০১৫) ২ এসসিসি ১৮৯-এ প্রদত্ত প্রতিবেদনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলঃ(এ. আই. আর ২০১৫ এস. সি ৮৫৬)।

13 বর্তমান মামলায় সালিশেকারী সরল সুদের হার প্রদান করেন এবং **হায়দার কনসাল্টিং (ইউকে) লিমিটেড** বনাম স্টেট অফ অরিসা মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রায় (২০১৬) ৬ এসসিসি ৩৬২-এ রিপোর্ট করা হয়েছেঃ(এ. আই. আর. অনলাইন ২০১৫ এস. সি ৫৫০) বর্তমান মামলার তথ্যের কোনও প্রয়োগ নেই।

14. শ্রীনিবাসিয়া (সুপ্রা) মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল কারণ সুপ্রিম কোর্টের অভিমত ছিল যে দেওয়ানি আবেদনে সুপ্রিম কোর্টের রায়টি এমন একটি অনুমানের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছিল যা পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্ট সঠিক বলে মনে করেনি।

রেকর্ড থেকে উদ্ভূত তথ্যের ত্রুটি খুঁজে পাওয়ার পরে আদালত যে পর্যালোচনার এক্তিয়ার প্রয়োগ করতে পারে তা অস্বীকার করার মতো কিছু নয়।

15গোকুলপ্রসাদ মানিকলাল আগরওয়ালের (সুপ্রা) মামলাটি কখন আদালত পর্যালোচনার এক্তিয়ার প্রয়োগ করতে পারে এমন কোনও বিষয়ের

ইঙ্গিত দেয় না কারণ উক্ত রায়টি জরিমানার প্রকৃতির উপর উকিলের ছাড়ের উপর ভিত্তি করে ছিল।

16 যে মুহূর্তে ভুলটি পেটেন্ট এবং রেকর্ডের ক্ষেত্র থেকে স্পষ্ট বলে মনে হয়, পর্যালোচনার এক্তিয়ার প্রয়োগ করতে কোনও অসুবিধা হয় না কারণ ভুলটি আগামী সময়ের জন্য স্থায়ী হতে দেওয়া যায় না।ভারতের সংবিধানের ১৪১ নং অনুচ্ছেদের অধীনে আইনের ব্যাখ্যামূলক প্রস্তাব ছাড়াই ছাড়ের ভিত্তিতে যে রায় দেওয়া হয়েছে তার কোনও বাধ্যতামূলক কার্যকারিতা নেই।

17 এমনকি এম এম থমাস (সুপ্রা)-র ক্ষেত্রেও শীর্ষ আদালত রেকর্ড এবং ত্রুটির পেটেন্টের উপর প্রাথমিক ভিত্তি রেখে পর্যালোচনার নীতিগুলি পুনর্ব্যক্ত ও পুনর্বহাল করেছে।যে মুহূর্তে আদালত কোনও ঘূর্ণায়মান তদন্ত না করে কারণপত্রগুলি পর্যালোচনায় ত্রুটি খুঁজে পায় বা তথ্যের সমন্বয়ে আসা ধারণাটি খুঁজে পায়, তাহলে এটি রেকর্ডে রাখার জন্য পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করা এবং ভুল সংশোধন করার পরিবর্তে একই বিষয় করার জন্য একটি উপযুক্ত মামলা।এটি কিছুটা নিষ্পত্তি হয়েছে যে আদালত একটি পর্যালোচনার এক্তিয়ার প্রয়োগ করার সময় রায়টি পুনর্লিখন বা এই বিষয়ে প্রযোজ্য আইন প্রয়োগ করে মামলার সাথে জড়িত তথ্যের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে নেওয়া সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করার কথা নয়।

18. আমরা একটি সমস্যায় পড়েছি যখন পর্যালোচনার আবেদনের সমর্থনে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী কুনহায়াম্মদের (সুপ্রা) মামলার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের একটি সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন যা মূলত একটি আদেশের সংযুক্তির ধারণা নিয়ে কাজ করে।

বিশেষ লিভ আবেদন খারিজ করা হাইকোর্টের আদেশকে বিশেষ লিভ আবেদন খারিজ করার আদেশের সাথে একীভূত করার সমতুল্য নয় বলে আইনের প্রস্তাবে কোনও দ্বন্দ্ব নেই।উপরোক্ত রায়টি এই সহজ কারণে ভুল হয়েছে যে পুনর্বিবেচনার আবেদনের আবেদনকারী ভারতের সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেননি বা আমাদের সামনে পর্যালোচনার আবেদন ছাড়া অন্য কোনও ফোরামে যোগাযোগ করা হয়নি।উচ্চ আদালতের আদেশ কখন সুপ্রিম কোর্টের আদেশের সাথে একীভূত হয়েছে বলে মনে করা হবে এবং তাই, উক্ত রায়ের সাথে জড়িত

তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্যের উপর সর্বোত্তমভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।এটি অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে, বারের কাছে অগণিত রায় উদ্ধৃত করা হয়, তা এই অনুপাতে যে, এর সঙ্গে জড়িত অনুপাতটি প্রদত্ত মামলার ক্ষেত্রে কোনওভাবে প্রযোজ্য কিনা।এটি কেবল রায়টির আকার বৃদ্ধির বিষয়কে একটি সূচক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে যে, যে রায়টি উদ্ধৃত করা হয়েছে তা চূড়ান্ত আদেশ/রায় দেওয়ার সময় বিচারক দ্বারা বিবেচনা করা হয় নি।পক্ষগুলির পক্ষে উপস্থিত কৌসুলিদের রায় এবং তাতে বর্ণিত আইনের প্রস্তাব উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে।

19. কে জি ডেরাসারি-এর ক্ষেত্রে (সুপ্রা), যে বিষয়টি বিবেচনার জন্য পড়েছিল তা হল ট্রাইব্যুনাল প্রদত্ত তথ্যের উপর সরাসরি প্রভাব এবং বিজড়িত করে ফেলে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে বাতিল করতে পারে কিনা এবং এই ধরনের আদেশ পর্যালোচনার এক্তিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে পর্যালোচনা করার যোগ্য কি না ।

যদি এমন একটি মামলা থাকত যে মামলার তথ্যের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত রায়টি উদ্ধৃত না করা হয়, তবে এই ধরনের রায় কিছুটা বাধ্যতামূলক প্রভাব ফেলতে পারে তবে আদালত যখন রায়টি বিবেচনা করেছিল এবং যেভাবে বোঝা গিয়েছিল সেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি যা মামলাকারীর কাছে সন্তোষজনক নাও হতে পারে।যদি আদালত রায়টি বিবেচনা করে এবং সুনির্দিষ্ট ফলাফলের সাথে একই ব্যাখ্যা করে,উক্ত রায় থেকে স্পষ্ট পেটেন্ট ত্রুটি না থাকলে এটি বলা যাবে না।যে সেই পুনর্বিবেচনার এক্তিয়ার প্রয়োগ করতে হবে কারণ এটি মনে করা হবে যে এই ধরনের রায় বিচারক দ্বারা বিবেচনা করা হয়নি।

20. আমরা বিস্মিত হই যখন আবেদনকারীর বিজ্ঞ উকিল পর্যালোচনা আবেদনে নন্দী ইনভেস্টমেন্ট (সুপ্রা)- মামলাতে প্রদত্ত একটি রায়ের উদ্ধৃতি দেন যা ভারতের সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্ট বা অধস্তন আদালতগুলিকে আবদ্ধ করার জন্য কোনও আইনের ঘোষণা করে না। একটি বিশেষ লিভ পিটিশনে হাইকোর্টের রায়কে গুরুত্ব এবং/অথবা হস্তক্ষেপ করার সময় উক্ত রায়টি প্রদান করা হয়েছিল এবং পুনর্বিবেচনার আবেদন সহ উচ্চ আদালতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।আদালতে পুনর্বিবেচনার আবেদন পেশ করার স্বাধীনতার অর্থ এই

নয় যে পুনর্বিবেচনার আবেদন মঞ্জুর করতে হবে কারণ দেশের সর্বোচ্চ আদালত এই মঞ্জুরী দিয়েছিল।পর্যালোচনার আবেদনটি যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং তাই, এই ধরনের রায়ের তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে কোনও ধরনের প্রয়োগ আছে বলে মনে হয় না।

21. বি. সি. সি. আই (সুপ্রা)-মামলাতে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে পরবর্তী ঘটনাটিকে আদালত তার নিজের ভুল সংশোধনের উদ্দেশ্যে বিবেচনায় নিতে পারে।

এতে আরও বলা হয়েছে যে, দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৪৭ বিধি ১-এ "পর্যাপ্ত কারণ" শব্দগুলি আদালত বা এমনকি কোনও উকিলের দ্বারা সত্য বা আইন সম্পর্কে ভুল ধারণা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট বিস্তৃত।বর্তমান মামলায় পর্যালোচনার আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবি পর্যালোচনার অধীনে রায় দেওয়ার সময় আমাদের দ্বারা সংঘটিত সত্য বা আইন সম্পর্কে কোনও ভুল ধারণা প্রদর্শন করতে পারেননি। পর্যালোচনার আবেদন দ্বারা দায়ের করা আবেদনের সাথে সংযুক্ত নথিগুলি হল জি. এ নং ২/২০২০ যা অতিরিক্ত প্রমাণের বিবেচনার জন্য বর্তমান মামলার সাথে জড়িত বিষয়ের ক্ষেত্রে পরবর্তী ঘটনা বলা যাবে না।

22. জাতীয় আবাসন সমবায় সোসাইটি লিমিটেড (সুপ্রা) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে যখন একটি বিশেষ লিভ আবেদন একটি অযৌক্তিক আদেশ দ্বারা খারিজ করা হয় তখন উচ্চ আদালতে পুনর্বিবেচনার জন্য একটি পিটিশনের মাধ্যমে যেতে পারে।

আইনের এই মীমাংসিত প্রস্তাবে কোনও দ্বন্দ্ব নেই, তবে বর্তমান মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে এর কোনও প্রয়োগ নেই।

23. অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট (সুপ্রা) মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে পুনর্বিবেচনার আবেদনে আদালত একটি বিধিবদ্ধ বিধান বিবেচনা করতে পারে যা পর্যালোচনার আদেশ প্রদান হওয়ার সময় আদালতের নজরে আনা হয়নি।

24. পুনর্বিবেচনার আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী এমন কোনও বিধিবদ্ধ বিধান নির্দেশ করতে ব্যর্থ হন যা পুনর্বিবেচনার অধীনে রায় দেওয়ার সময় এই আদালত দ্বারা নোট করা হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে অ্যাসোসিয়েটেড

সিমেন্টের (সুপ্রা) মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বর্তমান মামলার তথ্যের কোনও প্রয়োগ নেই।

25. ভারত বিজলি (supra) মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে, নথিতে উপস্থিত বস্তুগত প্রমাণ বিবেচনা করতে ব্যর্থতা অবশ্যই নথির সামনে স্পষ্ট ভুলের সমান হবে, যার জন্য ট্রাইব্যুনাল তার ভুল সংশোধনের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার ভুল সংশোধন করার এক্তিয়ার পাবে।

26। পুনর্বিবেচনা আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান উকিলের অন্য যুক্তি হল যে পুনর্বিবেচনার অধীনে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং আদেশটি রেকর্ডের ক্ষেত্রে স্পষ্ট ত্রুটি থেকে ততটাই ভুগছে যতটা হায়দার কনসাল্টিং (ইউকে) লিমিটেড বনাম ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রায়। উড়িষ্যা রাজ্য সরকার মামলায় (২০১৬) ৬ এসসিসি ৩৬২ তে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রিপোর্ট করা হয়েছেঃ

(এ. আই. আর. এন. লাইন 2015 এস. সি 550) পর্যালোচনার অধীনে রায়ে উল্লেখ করা হয়নি যদিও পর্যালোচনার আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী আপিল জমা দেওয়ার সময় এটির উপর নির্ভর করেছিলেন।এই প্রসঙ্গে রশ্মি মেটালিক্স লিমিটেড এবং অন্যের ক্ষেত্রে। বনাম কোলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এবং **অন্যান্য (২০১৩) ১০ এস.** সি. সি ৯৫: (এ. আই. আর. অনলাইন ২০১৩ এস. সি ৫৭৮)-মামলার ক্ষেত্রে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উল্লেখ করা যেতে পারে যা রিপোর্ট করা হয়েছে ।

"৭.এই আদালত এবং আরও বেশি করে হাইকোর্টের পাশাপাশি অধস্তন আদালতগুলিকে প্রতিটি মামলায় দীর্ঘ যুক্তির মুখোমুখি হতে হয় কারণ আইনের একটি নির্দিষ্ট পয়েন্টে অসংখ্য সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করার অভ্যাস রয়েছে।সঠিক পদ্ধতিটি হল সিদ্ধান্তের উপর যুক্তিগুলি অনুমান করা যা ক্ষেত্র ধারণ করে, যা বর্তমান ক্ষেত্রে টাটা সেলুলার বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়াঃ (এআইআর ১৯৯৬ এসসি ১১) তিন বিচারকের বেঞ্চ দ্বারা প্রদত্ত হয়েছে।

অগ্রাধিকারের নিয়ম, যা আমাদের আইনশাস্ত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, আদেশ দেয় যে আইনের এই ব্যাখ্যাটি **অবশ্যই সমন্বিত বেঞ্চ বা** সমানাধিকার যুক্ত বেঞ্চ এবং অবশ্যই সমস্ত কম সংখ্যক বিচারপতি

সমন্বিত-বেঞ্চ এবং অধস্তন আদালত দ্বারা অনুসরণ এবং প্রয়োগ করা উচিত।আমরা দ্রুত স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, যদি কোনও সমন্বিত বেঞ্চ পূর্ববর্তী বেঞ্চের অনুপাতের সিদ্ধান্তকে সন্দেহজনক কার্যকারিতা বলে মনে করে, তবে তাকে অবশ্যই একটি বৃহত্তর বেঞ্চ গঠনের জন্য প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ করার শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে।উপরন্তু, এমন কিছু উদাহরণ রয়েছে যে কোনও একক বিচারপতিরও এমন কিছু সিদ্ধান্ত রয়েছে, যা সময়ের আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে উচ্চ কর্তৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের দাবিতে রূপান্তরিত হয়েছে কারণ এটি পুরাতন এবং বেঞ্চের শক্তির বিরোধিতা করে।এটি দর্শনের সিদ্ধান্তের মতবাদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।কয়েক দশক ধরে সরকারি দরপত্র ও চুক্তি সংক্রান্ত প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই টাটা সেলুলার এতটাই সর্বব্যাপীভাবে অনুসরণ করা হয়েছে যে এটি এমন উচ্চতায় পৌঁছেছে যা এমনকি একটি বৃহত্তর বেঞ্চের বিচ্যুতি রোধ করে।অগ্রাধিকার এবং দৃষ্টির সিদ্ধান্তের আইনটি একটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত আইন প্রদানের প্রজ্ঞা এবং স্বাস্থ্যকরতার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা ছাড়া অনিশ্চয়তা এবং অস্পষ্টতা সমাজে আতঙ্ক সৃষ্টি করবে।এটি আইনি অনুমানযোগ্যতা অর্জন করে, যা সহজভাবে বলা যায়, একটি অপরিহার্য।আমাদের গবেষণায় আরও তিন বিচারপতির বেঞ্চের সিদ্ধান্তের অস্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে যা আইনের এই দিকটি নিয়ে কাজ করেছে, যথা, সিমেন্স পাবলিক কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কস (পি) লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়াঃ(এ আই আর ২০০৯ এস সি ১২০৪), যা প্রকৃতপক্ষে টাটা সেলুলার সহ পূর্ববর্তী সমস্ত সিদ্ধান্তের একটি সংকলন।নজিরের প্রাচুর্য এটিকে অপরিহার্য করে তোলে যে এই আদালতকে আইনের অনুরূপ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা প্রতিটি সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকতে হবে।এই শৃঙ্খলা এবং নিয়মাবলী অনুসরণ করতে ব্যর্থতা অনিবার্যভাবে রায়ের বাকবাহুল্যতার দিকে **পরিচালিত করে যা সর্বদা** দীর্ঘ যুক্তির ফল "।২৭ হায়দার কনসাল্টিং (ইউকে) (সুপ্রা)-এর মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্টের দুই মাননীয় বিচারপতি (২০১৬) ৬ এসসিসি ৩৬২-এ রিপোর্ট করেছেনঃ(এ. আই. আর. অনলাইন ২০১৫ এস. সি ৫৫০) হায়দার কনসাল্টিং (ইউ. কে)-এর মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্টের তিনজন মাননীয় বিচারপতির রায়ের উপর নির্ভর করে (২০১৫) ২ এস. সি. সি ১৮৯-এ রিপোর্ট করা হয়েছেঃ(এ.

আই. আর ২০১৫ এস. সি ৮৫৬) এই রায় প্রদান করে যে, হাইকোর্টের পক্ষ থেকে ন্যায়সঙ্গত মূলধন প্রয়োগ করে সুদের উপাদান সংশোধন করার কোনও যৌক্তিকতা নেই কারণ সালিশীকারী কর্তৃক প্রদত্ত সুদের হার হায়দার কনসাল্টিং (সুপ্রা)-এর বৃহত্তর বেঞ্চের **রায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।যখন** সুপ্রিম কোর্টের একটি বৃহত্তর বেঞ্চ দ্বারা নির্ধারিত আইনের প্রস্তাবটি পর্যালোচনার রায়ে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং উক্ত রায়টি প্রদান করার সময় এটি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল, তখন এই আদালতের পক্ষে পরবর্তী **রায়টি নিয়ে আলোচনা করা** অপরিহার্য ছিল না যা কম ক্ষমতাসম্পন্ন বেঞ্চ দ্বারা একই ধরনের আইনের প্রশ্নের উপর প্রদান করা হয়েছিল যা ভারতের সুপ্রিম কোর্ট রশ্মি মেটালিক্স (সুপ্রা)-এ রায় দিয়েছে।

২৮. সুতরাং, উপরোক্ত কারণগুলির জন্য এই আদালত বিবেচনা করে যে পুনর্বিবেচনার অধীনে রায় এবং আদেশটি নথির সামনে আপাতদৃষ্টিতে কোনও ত্রুটির শিকার হয় না।

পুনর্বিবেচনার আবেদনটি হল আর ভি ডব্লিউ নং ২/২০২০, যাইহোক, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ ছাড়াই তা বাতিল করা হল ।তদনুসারে, আবেদনগুলি জি. এ নং ২/২০২০ এবং জি. এ ৩/২০২০-এরও নিষ্পত্তি করা হল।

২৯ এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলা সাপেক্ষে পক্ষগুলির জন্য উপলব্ধ করা হবে।

30. **হিরন্ময় ভট্টাচার্য,** বিচারপতি।- ১ একমত।

সেই অনুযায়ী আদেশ প্রদান করা হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.